দৈনিক খবর

56

তথ্য ও শিক্ষা ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 25 MAY 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... 1 ...

দৈনিক
খবর

ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬ বাংলা

শিক্ষিত বেকারের ভিড়

শিক্ষিত বেকার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। '৮২ সালে একটি শূন্য পদের জন্য শিক্ষিত প্রার্থী ছিল ২০ জন। এখন তা বেড়ে হয়েছে ১২৬ জন। মাত্র ৭ বছরে প্রায় সোয়া ছ'শ' ভাগ। নিঃসন্দেহে এ অবিশ্বাস্য ও উদ্বেগজনক। এবং কতোটা উদ্বেগজনক এর আভাস পাওয়া যাবে দু'টি ঘটনায়। একটি রেলের কর্মচারী নিয়োগ এবং অন্যটি টিএণ্ডটি'র। টিএণ্ডটি'র একশ'টি অপারেটর পদের জন্য দরখাস্ত আহবান করা হলে ৮০ হাজারেরও বেশী প্রার্থী দরখাস্ত করে। দরখাস্তকারীর মধ্যে বহুসংখ্যক বিএ, এমএ পাসও ছিল। পক্ষান্তরে, গত বছর রেলওয়ে জুনিয়র অডিট অফিসারসহ কতিপয় পদে লোক নিয়োগ করার জন্য দরখাস্ত আহবান করে। প্রায় লক্ষাধিক প্রার্থী এতে আবেদন জানায়। শেষ পর্যন্ত লোক অবশ্য নিয়োগ করা হয়নি। প্রয়োজনীয় অনুমতি না পাওয়া যাওয়ায় মাঝপথে বন্ধ করে দেয়া হয়। বলাবাহুল্য, এ দু'তিনটি ঘটনা হতেই দেশে বেকার সংখ্যার আধিক্য ঠাহর করা যায়। শিক্ষিত বেকার ছাড়াও আছে অর্ধ শিক্ষিত এবং নিরক্ষর বেকার। এদের প্রকৃত সংখ্যা কত বলা মুশকিল। তবে দু'আড়াই কোটির কম নয়।

জনশক্তি একটা দেশের সবচে' মূল্যবান শক্তি। একটা দেশ তখনই সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে যখন সে তার কর্মক্ষম লোকদের কাজের ব্যবস্থা করে দিতে সমর্থ হয়। সরকারের সাফল্যও এর সাথে জড়িত। যে সরকার তার কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর যতটা কর্মসংস্থানে সক্ষম, সে সরকারই ততোটা সফল।

বেকার জীবন শুধু হতাশার জন্ম দেয় না, নানা কুপথেও টেনে নেয়। কোন একটি পত্রিকা ময়মনসিংহ-এর আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে বলেছে, সেখানে এক রামদা বাহিনীর জন্ম হয়েছে। জানা যায়, এ বাহিনীর প্রায় সকলে তরুণ ও নব্য-যুবক এবং একটা বিরাট অংশ শিক্ষিত। প্রশ্ন হচ্ছে, কষ্ট করে লেখাপড়া করার পর রামদা বাহিনীর সদস্য হলো কেন? খোঁজ নিলে দেখা যাবে এর অনেক কিছুর পেছনে রয়েছে পুঞ্জীভূত হতাশা ও বেকারত্বের অভিশাপ। মা-বাবা কষ্ট করে, জোত, জমি বিক্রি করে ছেলেকে পড়াশুনা করিয়েছেন। আশা করেছেন, ছেলে বড় হয়ে সংসারের হাল ধরবে। ছেলেও মনে মনে পোষণ করেছে মা-বাবা, ভাই-বোনের দুঃখ ঘুচানোর কথা। কিন্তু পরীক্ষা পাস করার পর দ্বারে দ্বারে ঘুরে তার মনে হয়েছে সবই বৃথা, সবই নিষ্ফল। এক সময় কেমন করে যে রামদা বাহিনীর সদস্য হয়ে পড়েছে সে নিজেই জানে না। নিঃসন্দেহে এ দুর্ভাগ্যজনক। জাতির স্বার্থেই এর প্রতিকারের পথ খোঁজা জরুরী।

বেকারত্ব দূর করার জন্য সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা একটা আবশ্যিক শর্ত। সরকার এ লক্ষ্যে কাজ করছেন। বেসরকারী উদ্যোগও উৎসাহিত করা হচ্ছে। তবু স্বীকার্য যে, শিল্পায়ন প্রত্যাশিত পরিমাণে হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না, কেন নানাভাবে কোটি কোটি টাকা উপার্জনকারীরা কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করতে অনাগ্রহী, তা খোঁজে দেখতে হবে। সাথে সাথে সন্ধান করতে হবে বিকল্পের। সোনালী ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা জনাব লুৎফুর রহমান সরকার একবার এমনি একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দেয়া হয়েছিল ট্যাক্সি-স্কুটার চালানোর সুযোগ। শেষ পর্যন্ত কোথা দিয়ে কি ঘটে যায়, জনাব সরকারই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ফলে প্রকল্পটি কিছু পথ এগিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, প্রকল্পটি মন্দ ছিল না। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য এমনি বিকল্পের চেষ্টা করা যেতে পারে। বিনা গ্যারান্টিতে টাকা-পয়সা ধার দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। আঁট-ঘাট বেঁধেও এমন ছোট ছোট প্রকল্প চালু করা যেতে পারে যা সরবরাহ বাড়াবে, আবার বেকার সমস্যারও সমাধান করবে। আশা করি, সংশ্লিষ্ট মহল বিষয়টি চিন্তা করে দেখবেন। কারণ, প্রতি-বছরই বেকার সংখ্যা বাড়ছে। অথচ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রশস্ত হচ্ছে না। চাকরির জন্য একজনকে আর একজনের অবসর-গ্রহণ বা মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে। হতাশায়-গ্লানিতে বিনষ্ট হচ্ছে কর্মক্ষম জনশক্তি। দেশের উন্নতির জন্য এ সহায়ক নয়।